উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সাজেশন

www.shekhapora.com

গল্প

*ভাত *

২০২২ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি প্রশ্নোত্তর ।

প্রশ্নঃ ১। "বাদার ভাত খেলে তবে তো আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন।" --'বাদা'কাকে বলে?উদ্দিষ্ট ব্যক্তির এরকম মনে হওয়ার কারণ কী ? (১+৪=৫) (২০১৬,২০১৯)

অথবা

"সে বাদাটা বড় বাড়িতে থেকে যায় অচল হয়ে।" --এখানে 'বাদা'কী ? তা বড় বাড়িতে অচল হয়ে থেকে যায় কেন ? (১+৪=৫)

উত্তর: স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর **'ভাত'** গল্পে প্রশ্নদ্ধৃত মন্তব্যটি করা হয়েছে।সাধারণভাবে 'বাদা' শব্দটির অর্থ হল জঙ্গলে পূর্ণ নীচু জায়গা ।আলোচ্য গল্পে লেখিকা 'বাদা' শব্দটিকে দুটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন।বড়ো বাড়ির অধিকৃত বাদা হল-জলাময়।অন্যদিকে উৎসব যে বাদায় বাস করে সেটা অনুর্বর ভূমি,সেখানে কেবল গুগলি,গেঁড়ি,কচুশাক,সুশনোশাক পাওয়া যায়।

বন্যায় উৎসবের স্ত্রী,পুত্র,কন্যা এবং শেষ সম্বল ভিটে বাড়ি হারিয়ে একমুঠো ভাত খাওয়ার আশায় বাসিনীর মনিব বাড়িতে আসে।সেখানে সে ভাত খাওয়ার লোভে আড়াই মণ কাঠও ভাতের নেশায় কেটে ফেলে।দুর্ভিক্ষের দিনে বাসিনীর মনিব বাড়িতে বিভিন্ন রকমের চাল দেখে এবং শোনে এই চালের উৎস বাদা--**"কেনা চাল নয় বাদা থেকে চাল আসছে?"**বাড়ির আয়ের উৎস বাদা।তাই এ বাড়ির ছেলেরা কেউ চাকরি-বাকরি করে না।লেখিকার ভাষায়--**"আঠারোখানা দেবত্র বাড়ি আর বাদা অঞ্চলে অসাগর জমি থাকলে কাজ বা করে কে?"** এ বাড়িতে এক একজন বাবুর জন্য এক একরকমের চালের ভাত রান্না করা হয়।

অন্যদিকে উৎসব যে বাদায় ছোটো থেকে বড়ো হয়েছে এমন দুর্ভিক্ষের দিনে সে বাদায় শুধু গুগলি,গেঁড়ি,কচুশাক প্রভৃতি দিয়ে ভরা---**"সব নাকি বাদার দৌলতে,সে কোন বাদা?উচ্ছবের বাদায় শুধু গুগলি-গেঁড়ি-কচুশাক-সুশনো শাক।"**

তাই উৎসব এই আসল বাদাটা খুঁজে বের করতে চায়।আসলে সে বাদা শুধু উৎসবের একারই স্বপ্ন নয়,প্রতিটি নিরন্ন মানুষের স্বপ্ন এমন এক বাদা খুঁজে বের করা উৎসব তাদের সকলের হয়ে মনের মধ্যে এই আকাঙ্খা লালন করে।

অশৌচ বাড়ির চুরি করা ভাত খেতে খেতে তার চন্নুনীর মার কথা মনে পড়ে।লেখিকার ভাষায়---- **"বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন।"**

প্রশ্নঃ ২। "এ সংসারে সব কিছুই চলে বড়ো পিসিমার নিয়মে।"--বড়ো পিসিমা কে?গল্পে তার চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায়? (১+৪=৫) (২০১৮)

অথবা

মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'ভাত' গল্প অবলম্বনে বড়ো পিসিমা চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা কর। (৫)

উত্তর: মহাশ্বেতা দেবীর **'ভাত'** গল্পে উল্লিখিত বড়ো পিসিমা হল একটি অন্যতম চরিত্র।বড়ো পিসিমা বড়ো বাড়ির বউদের পিসি শাশুড়ি হন।পিসিমা বড়ো বাড়ির প্রয়াত বুড়ো কর্তার পৌঢ়া অবিবাহিতা কন্যা।গল্পের স্বল্প পরিসরে বড়ো পিসিমা চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে---

১) দায়িত্বশীলতা: বড়ো পিসিমা সংসারের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল চরিত্র।সাংসারিক দায়-দায়িত্বের কারণে তার বিবাহ করা হয়নি।তিনি বাড়ির হেঁসেল সামলেছেন,ভাড়াটে বাড়িতে মিস্ত্রি লাগিয়েছেন।বাবার ও পরে দাদার সেবা শুশ্রূষা করেছেন।এছাড়াও বাড়ির শিব মন্দীর ও ঠাকুরের দেখা শুনার দায়িত্ব ছিল তার।

২) কর্তৃত্ব সম্পন্ন: বড়ো পিসিমা কর্তৃত্ব পরায়ণ চরিত্র।বাড়ির সব কিছুই তার কর্তৃত্বাধীন ছিল।বাবার মৃত্যুর পর দাদা সংসারের হাল ধরলেও সংসারে তার কর্তৃত্ব পূর্বের মতোই অটুট ছিল।বাড়ির বউরা ও অন্যান্যরা সকলেই পিসিমার কথা মতো চলত।

৩) স্পষ্টবাদিতা: স্পষ্ট কথা বলা বড়ো পিসিমা চরিত্রের বিশেষ গুণ।উচ্ছবকে ভালো লাগেনি এমন মত প্রকাশ করলে পিসিমা বড়ো বউকে নানা কথা শুনিয়েছেন।

৪)সতর্ক দৃষ্টির অধিকারিনী: সংসারের প্রতিটি ক্ষেত্রে বড়ো পিসিমার সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল।দাদার আরোগ্যের জন্য হোমযজ্ঞ আয়োজন করেছেন।অর্থের প্রয়োজনে বাসিনীকে দিয়ে লুকিয়ে বাদার চাল বিক্রি করেছেন।তান্ত্রিক এলেও শেষ রক্ষা না হওয়ায় তাকে ডাকাতে সন্নেসী বলে দোষারোপ করতে ছাড়েননি।

৫) দারিদ্র প্রীতি: বড়ো পিসিমা ছিলেন দরদী চরিত্র।গল্পে দেখা যায় বড়ো বউ বা অন্যান্যদের অমতের বিরুদ্ধে গিয়ে উচ্ছবকে বাড়ির কাজে নিয়োগ করেছেন।

এইভাবে কর্তৃত্ব পরায়ণ,দায়িত্ববান,সতর্ক দৃষ্টির অধিকারিনী বড়ো পিসিমার চরিত্রটি দোষে,গুনে ধনী পরিবারের কত্রীর এক জীবন্ত চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্নঃ৩। "যা আর নেই,যা ঝড় জল মাতলার গর্ভে গেছে তাই খুঁজে খুঁজে উচ্ছব পাগল হয়েছিল।" --দুর্যোগটির বর্ণনা দাও।দুর্যোগটি উচ্ছবকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল ? (৩+২=৫) (২০১৭)

অথবা

"সকাল হতেই বোঝা গিয়েছিল সর্বনাশের বহরখানা।"--কার সর্বনাশ ? সর্বনাশের বহর-এর পরিচয় দাও।(১+৪=৫) অথবা

মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্প অবলম্বনে ঝড়-জল-বন্যার রাতটির বর্ণনা দাও। (৫) অথবা "উচ্ছবের সংসার মাটিতে লুটোপুটি গেল।"--উচ্ছব কে ? তাদের সংসার মাটিতে লুটোপুটি যাওয়ার কারণ কী? (১+৪=৫) অথবা "কপালটা মন্দ তার।"--এখানে কার কপাল মন্দের কথা বলা হয়েছে ? তার কপাল মন্দ হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। (১+৪=৫)

উত্তর: মহাশ্বেতা দেবীর **'ভাত'** গল্প থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশটিতে উচ্ছবের কথাই বলা হয়েছে। উচ্ছব হল আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র।সে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের বাসিন্দা।মাতলা নদীর বন্যায় সংসার ,স্ত্রী,পুত্র কন্যা সর্বস্ব হারিয়ে সে কাজের খোঁজে গ্রাম সম্পর্কিত বোন বাসিনীর মনিব বাড়ি অর্থাৎ কোলকাতার বড় বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে।

একদিন তুমুল ঝড়-বৃষ্টিতে মাতলার জল ফুলে ওঠে।জলের স্রোতে উৎসবের ঘরের চাল পড়ে যায়।স্ত্রী,কন্যা,পুত্র ভেসে যায়,সহায় সম্বলহীন উচ্ছবের একটি টিনের কৌটো,তাতে রাখা ছিল জমি চেয়ে দরখাস্ত করা নকল কাগজ ,সেটিও বন্যায় ভেসে গেছে। এখানে **'যা আর নেই'**-- বলতে হত-দরিদ্র উচ্ছবের সর্বস্ব হারানোর কথা বলা হয়েছে।

ঝড় জল বন্যার রাতে উচ্ছব সপরিবারে হিঞ্চে সেদ্ধ,গুগলি সেদ্ধ,নুন আর লঙ্কা পোড়া দিয়ে ভাত খেয়েছিল।সেদিন আকাশের অবস্থা খারাপ ছিল।উচ্ছবের স্ত্রী আশঙ্কা প্রকাশ করে যে,যারা নৌকা নিয়ে বেড়িয়েছে তারা হয়তো ডুবে মারা যাবে। এমন সময় প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে তাদের বাড়ির খুটিটা ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মতো কাঁপতে থাকে। বিপদ বুঝে উচ্ছব খুটিটা মাটির দিকে চেপে ধরে এবং ভগবানকে ডাকতে থাকে।অন্যদিকে চন্নুনীর মা ছেলে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে।হঠাৎ আচমকা বিদ্যুতের ঝলকানির আলোয় সফেন জলরাশিতে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।কিন্তু উচ্ছব বেঁচে থেকেও ভাগ্যের বিড়াম্বনায় স্ত্রী,পুত্র,কন্যাকে খোঁজে এবং খিদের জ্বালায় সে প্রায় পাগল হয়ে ওঠে।

এইভাবে লেখিকা 'ভাত' গল্পে দুটি চিত্রকে তুলে ধরেছেন।দুটি চিত্র পরস্পর বিপরীতধর্মী।বড়লোক বাড়িতে 'হেলা ঠেলা ভাত'-আর উচ্ছবের মতো মন্দ কপাল যাদের তাদের জীবনে একটু ভাতের জন্য হাহাকারের শেষ নেই।

প্রশ্নঃ৪। মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্প অবলম্বনে উৎসব চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা কর। (৫)

উত্তর: মহাশ্বেতা দেবীর **'ভাত'** শীর্ষক ছোটোগল্পের প্রধান কাহিনিবৃত্ত গড়ে উঠেছে এক ভূমিহীন মজুরকে কেন্দ্র করে,যার নাম উৎসব নাইয়া।তার পিতা হরিচরণ নাইয়া।স্ত্রী,পুত্র,কন্যাকে নিয়ে সুন্দর বনের মাতলা নদীর তীরে বাদা অঞ্চলে বাস করে।ঝড়-জল বন্যায় ঘরবাড়ি পরিবার হারিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে যায়,একমুঠো ভাতের জন্য সে পাগল হয়ে ওঠে।আলোচ্য গল্পে উৎসব চরিত্রটির যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে-সেগুলি আলোচনা করা হল---

১) সারল্য: সরল সাদা সিদা উৎসব বছরের কয়েকমাস জন মজুর খাটে সতীশ মিস্ত্রির জমিতে,আর তাতেই তারা কয়েকমাস ভাত খেতে পাবে।সতীশ মিস্ত্রির তিন প্রকার ধানে মড়ক লাগলে উৎসবেরও কান্না পায়।

২) পরিবারের প্রতি ভালোবাসা: অভাবের সংসার হলেও স্ত্রী,পুত্র পরিবার নিয়ে ভরা সংসার ছিল।ঝড় জলে সবাইকে হারিয়ে সে পাগলের মতো খুঁজতে থাকে --- **"অ চন্নুনীর মা।চন্নুনীরে!তোমরা রা কাড় না ক্যান-কোতা অইলে গো!"**

৩) স্বাভাবিক প্রবৃত্তি: বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রাথমিক চাহিদা অন্ন।সর্বস্ব হারিয়ে প্রথম কদিন উপবাসে কাটলেও জৈবিক সত্তার তাড়নায় ভাতের জন্য উৎসব যেন প্রেত হয়ে ওঠে--- **"পেটে ভাত নেই বলে উৎসবও প্রেত হয়ে আছে।"**

৪) পরিশ্রমী মানসিকতা: একমুঠো ভাতের আশায় উৎসব বাসিনীর মনিব বাড়িতে যজ্ঞের জন্য আড়াই মণ কাঠ কেটে ফেলে।ভাতের ক্ষুধায় উতলা হলেও সে পরিশ্রম করে চলে।

এইভাবে উৎসব চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে লেখিকা বড়লোক বাড়ির প্রাচুর্যের বিপরীতে দরিদ্র অসহায় মানুষের যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছেন।উপরিলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপন করে চরিত্রটিকে রক্তমাংসের সজীবতা দান করেছেন বলেই নিদারুণ ব্যঞ্জনায় আমাদের অশ্রুসিক্ত করতে পেরেছেন লেখিকা।

প্রশ্নঃ ৫। 'ভাত' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর। (৫)

উত্তর: সাহিত্যে নামকরণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।বিভিন্ন ধরনের নামকরণ সাহিত্যে প্রচলিত যেমন--চরিত্রকেন্দ্রিক,বিষয়কেন্দ্রিক,ব্যঞ্জনাগত ইত্যাদি।মহাশ্বেতা দেবীর **'ভাত'** গল্পের নামকরণটি বিষয়গত বা ব্যঞ্জনাগত দিক দিয়ে কতটা সার্থক হয়ে উঠেছে তা আলোচিত হল---

গল্পের মূল ভাব: আলোচ্য গল্পের বাদা অঞ্চলের স্ত্রী পুত্র পরিবার সর্বস্ব হারানো উৎসব নামক চরিত্রটির অসহয়তার কথা বর্ণিত হয়েছে।মাতলা নদীর গর্ভে সর্বস্ব হারিয়ে অভুক্ত উৎসব 'পেটে ভাত নেই বলে উৎসব প্রেত হয়ে আছে'

বাসিনীর মনিব বাড়িতে ভাতের প্রাচুর্যের কথা শুনে উৎসব ভাবে ওই বাড়ির সমস্ত কিছু যে বাদার দৌলতে সে বাদা একদিন সে খুঁজে বের করবে।বাড়ির কর্তা মারা যাওয়ায় অশৌচ বাড়ির পেতলের ডেকচি ভরা ভাত খেয়ে অচৈতন্য হয় উৎসব।ডেকচি চুরির অপরাধে উৎসবকে পরদিন পুলিশ ধরে নিলেও তার চৈতন্য হয় না,আর সেই বাদাটারও খোঁজ করা হয় না।

 # ভাত নামকরণের তাৎপর্য: আলোচ্য গল্পে নিরন্ন উৎসবের কাছে 'ভাত' একমাত্র জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।গল্পটিতে দুটি বাদার কথা বলা হয়েছে।উৎসবের বাদায় গুগলি,গেঁড়ি,শাকপাতা ছাড়া কিছুই হয় না,আর অন্যদিকে বাসিনীর মনিব বাড়ির বাদায় 'হেলা ঠেলা ভাত'।যেখানে একমুঠো ভাতের জন্য মানুষ প্রেত হয়ে ওঠে সেখানে কনকপানি,পদ্মজালি,ঝিঙেশাল,রামশাল,মোটাশাপটা প্রভৃতি চালের বাহার লক্ষ করা যায় বড়বাড়িতে।লেখিকা এই ভাতকে কেন্দ্র করে দুটি বিপরীতধর্মী চিত্র তুলে ধরেছেন।

৩) নামকরণের সার্থকতা ও সিদ্ধান্ত: কত সুন্দর ব্যঞ্জনায় 'ভাত' কথাটিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে দরিদ্র অসহায় মানুষের আকাঙ্খাকে তুলে ধরেছেন লেখিকা।এই ভাত আসলে আপামোর বাঙালির স্বচ্ছলতার আকাঙ্খার প্রতীক।

তাই বিষয়কে অতিক্রম করে 'ভাত' কথাটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাকে দারুন ভাবে তুলে ধরেছে আলোচ্য গল্পে।তাই বলা যায় 'ভাত' গল্পের নামকরণটি ব্যঞ্জনাগত দিক দিয়ে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সার্থক ও সর্বাঙ্গ সুন্দর।তাই আলোচ্য গল্পে বিষয়কে অতিক্রম করে 'ভাত' কথাটি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

প্রশ্নঃ৬। "দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মত হিংস্র ভঙ্গি করে।"--কার সম্পর্কে এই উক্তি করা হয়েছে ? তার এইরূপ আচরণের কারণ বিশ্লেষণ কর। (১+৪=৫) **অথবা**
"তার চোখ এখন বাদার কামটের মতো হিংস্র।"--কে কার প্রতি এইরূপ আচরণ করেছিল ? তার এইরূপ আচরণের কারণ বিশ্লেষণ কর। (১+৪=৫)
অথবা
"উচ্ছব ফিরে দাঁড়ায়।"--উচ্ছবের ফিরে দাড়ানোর কারণ কী ? তার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ? (১+৪=৫)

উত্তর: মহাশ্বেতা দেবীর **'ভাত'** গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র ক্ষুধার্থ উচ্ছবকে অশৌচ বাড়ির রাঁধা ভাত খেতে বাসিনী বারণ করলে উচ্ছব হিংস্র হয়ে ওঠে এবংবাসিনীর প্রতি সে হিংস্র কামটের মতো আচরণ করে।

■ মাতলা নদীর বন্যায় সুন্দর বনের বাদা অঞ্চলের সর্বহারা উচ্ছব পেটের তাগিদে তার গ্রামতুতো বোন বাসিনীর মনিব বাড়িতে কাজ নেয়।সেখানে ভাত খাওয়ার বিনিময়ে হোমযজ্ঞের জন্য কাঠ কাটতে শুরু করে।প্রসঙ্গত লেখিকা জানান--- **"আড়াই মণ কাঠ কাটল সে ভাতের হুতাশে।"**

কিন্তু এখানেও উচ্ছবের ভাগ্য বিড়াম্বনায় পড়ে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, কাঠ কাটার কাজ শেষ করার পরেও সে খেতে পায়নি কারণ বাড়ির বুড়ো কর্তা মারা যান।ফলে অশৌচ হওয়ার কারণে বড় পিসিমার নির্দেশে বাসিনী রান্না করা সমস্ত ভাত বাইরে ফেলতে যায়।উচ্ছব নিজের অন্তরে লালিত ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে বাসিনীর হাত থেকে ডেকচি নিয়ে দূরে ফেলে আসার কথা বলে।এই সুযোগে সে ভাত খাওয়ার অধিকার লাভ করে।আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে সে ভাত খেতে থাকলে বাসিনী অশৌচ বাড়ির ভাত খেতে বারণ করে।কিন্তু উচ্ছবের বিশ্বগ্রাসী খিদের কাছে সামাজিক সংস্কার মূল্যহীন। তাই বাসিনী নিষেধ করলে ক্ষুধার্থ উচ্ছব বাদার কামটের মতোই হিংস্র আচরণ করে।